যুগান্তর

তারিখ 20 MAY 2003

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন মানছে না : বললেন মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান

অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান

মুসতাক আহমদ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, স্বায়ত্বশাসনের নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন অমান্য করছে। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিশনের সঙ্গে তারা কোন যোগাযোগই রক্ষা করে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক বিশৃংখলা লেগেই থাকে। গতকাল 'যুগান্তরের সঙ্গে একান্তে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। ছাত্রছাত্রী ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ার ব্যাপারে ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

আইন : মানছে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার মান দিন দিন কমছে। ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করে না। তাদের মধ্যে 'ফটোকপি কালচার' গড়ে উঠেছে। অপরদিকে শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে উদাসীনতা। অনেকে ভোগবাদী হয়ে পড়েছেন। আগে শিক্ষকরা 'কি পেলাম আর পেলাম না' এটা ভাবতেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি রাজধানীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বলেন, শুধু কম্পিউটার সায়েন্স আর বিবিএ/এমবিএ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এর ইতিহাসের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অতএব এ ধারণা ও আশংকা অমূলক।

বাংলা ও ইংরেজিতে দক্ষ কর্মকর্তা পাওয়ার আশায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রস্তাবিত ৪৫ শতাংশ নম্বর প্রাপ্তির নতুন নিয়ম সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা মেধা মূল্যায়নের যুক্তিযুক্ত মাপকাঠি নয়। ৪৫ শতাংশ নম্বর পেলেই যে ভাল ইংরেজি জানবে এ ধারণা ঠিক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটে ৫০ শতাংশ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের আবেদনের সুযোগ দেয়া হয়। এরপর ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ৮০ শতাংশ নম্বরপ্রাপ্তদের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি করানো হয়। তারপরও ওই বিভাগের নিজেদের টেস্টে ভর্তিকৃত এসব ছাত্রছাত্রীর অনেকে ফেল করে। তিনি বলেন, বিসিএস পরীক্ষায় বরং ইংরেজি টেস্টের ব্যবস্থা করা যায়।

এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রাইমারি স্তর থেকেই ইংরেজির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাইকে সচেতন হতে হবে। শুধু সরকারের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপালে চলবে না।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগ-অনিয়ম নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি 'অভিন্ন নিয়োগ নীতিমালা' প্রণয়ন করা হচ্ছে। এতে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং সংযোজনও আনা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'কোয়ালিটি কন্ট্রোলের' জন্য সরকারের নির্দেশে একটি 'আক্রিডিটেশন কাউন্সিল' স্থাপনের কাজ চলছে।